শিউলিমালা

ষাণ্মাসিক

সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন

◆ সংখ্যা : ০৪ ◆ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪

মননে মুক্তির সৌরভ

সূচিপত্র

◆ সম্পাদকীয় ৭

১. ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতা; সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের অনন্য উপমা ১১
লেখক : মিফতাহুল জান্নাত

২. ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ৫৭
মূল : ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ
অনুবাদ : ওয়াফিয়া বিনতে সরওয়ার

৩. মিডল ইনকাম ট্র্যাপ ও বাংলাদেশের অর্থনীতি ৭৫
নাজিয়া তাসনিম

৪. হযরত আয়েশা (রা.)-এর ইলমী হায়াত ৮৩
মূল : ড. খাদিজা গরমেজ
অনুবাদ : আবু বারীরা

৫. মানব সভ্যতা গঠনে ইসলামের ভাবধারা; প্রসঙ্গ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ৯৫
মূল : প্রফেসর ড. ওসমান বকর
অনুবাদ : নাফিসা বিনতে ওমর

৬. বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান; আরব বসন্ত পরবর্তী অভিজ্ঞতা ও আহ্বান ১০৩
মূল : প্রফেসর ড. জাসের আওদাহ
অনুবাদ : মিফতাহুর রহমান

৭. আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যায় তুরগুত জানসেভ-এর চিন্তাদর্শন ১০৯
মূল : দেরইয়া ইয়োরগানজিওলু
অনুবাদ : উম্মে আহমেদ

৮. বই পর্যালোচনা

অ্যানিমেল ফার্ম-এর দর্পণে বিপ্লব, শাসন ও শোষণ ১২১
লেখক : জর্জ অরওয়েল
পর্যালোচক : সাবিহা শুচি

৯. গল্প

আকাশঝর্ণা ১২৯
মিমি বিনতে ওয়ালিদ

সম্পাদকীয়

পবিত্র কোরআনে একজন মানুষের আকল ব্যবহার বা তার চিন্তা করার বিষয়টিকে তিনটি পরিভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা,

১. تذكر, তাযাক্কুর বা অতীত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও পর্যালোচনা করা,

২. تفكر, তাফাক্কুর বা বর্তমান নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা এবং

৩. تدبر, তাদাব্বুর বা ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

কোরআনে বর্ণিত এসব পরিভাষা বিশ্লেষণ করলে অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করা এবং ভবিষ্যতের বিষয়সমূহকে আমলে নিয়ে বর্তমানের কর্মপন্থা নির্ধারণের বিষয়টি ফুটে উঠে। আবার, আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা থেকে এ-ও বুঝা যায় যে, এসব পরিভাষায় আকলের ব্যবহারের প্রতি যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এর পাশাপাশি ইতিহাসকেও তেমনি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইতিহাসের সন্তান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, ইতিহাসের অধ্যায় ও বাঁকবদলকে সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করা। কেননা, একজন ব্যক্তি তার আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাসকে বুলন্দ করতে পারে তার অতীতের স্বর্ণালী ইতিহাসকে জানার মাধ্যমে। কিন্তু, ব্রিটিশ একাডেমিয়া বা আমাদের এই শিক্ষাব্যবস্থার দরুন অতীত ইতিহাস শেখানোর নাম করে আমাদেরকে এমন ইতিহাস গেলানো হচ্ছে, যার দ্বারা আমাদের তরুণ প্রজন্ম তার আত্মপরিচয় সংকটে ভুগছে।

ঠিক এমনই একটা প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাংলার নারী অঙ্গণে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার সূতিকাগার হওয়ার প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্রিটিশ একাডেমিয়ার ঘৃণ্য বয়ানকে ছুঁড়ে ফেলে আমাদের সোনালী অতীতের নিরপেক্ষ ইতিহাস তুলে ধরার প্রত্যয়ে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে সমাজভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন ষান্মাসিক *শিউলিমালা*। আমাদের এই সকল কার্যক্রমের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে, জাতীয় চিন্তাবৃত্তের বিবেচনায় নারী অঙ্গণে চিন্তার উন্নয়ন,

বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার সৃষ্টি করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ষান্মাসিক *শিউলিমালা* প্রতিনিয়তই এই দেশ, মাটি, মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি ও সময়কে পাঠ করে বিদ্যমান সংকটকে চিহ্নিত করে এবং এই সমস্যা সমাধানকল্পে যথাযথ চিন্তা ও আলাপ প্রবন্ধের ভাষায় হাজির করার চেষ্টা করে।

জ্ঞানতত্ত্ব, ধর্ম, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ইতিহাসসহ তাবৎ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলাপ এবং উন্নত চিন্তার সাথে এ দেশের যুবসমাজকে পরিচিত করে দিতে শিউলিমালা বদ্ধপরিকর। এর মাধ্যমে শিউলিমালা চায়, জাতীয় মেধা, মনন এবং অভীপ্সাকে মুক্তির বন্দর পানে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যুবমননে আত্মশক্তির বীজ বুনে দিয়ে জ্ঞান ও হিকমতের ভাষায় তাদের চিন্তা, যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে গঠন করে একটি স্বপ্নময় যুবসমাজ গঠন করতে। সেই অভিযাত্রায় নারী অঙ্গণ থেকে বড় অবদানগুলো রাখা হবে বলে শিউলিমালা নিরন্তর স্বপ্ন দেখে।

সেই স্বপ্ন প্রয়াসের প্রতিফলন হিসেবে 'সমাজ ভাবনা ও মুক্তির বাতায়ন' এই স্লোগানকে ধারণ করে ষান্মাসিক *শিউলিমালা*'র প্রথম তিনটি সংখ্যা পাঠক মহলে ব্যপক সমাদৃত হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা শিউলিমালা একাডেমির মুখপত্র হিসেবে এবার প্রকাশ হলো *শিউলিমালা* চতুর্থ সংখ্যা। গত সংখ্যার ন্যায় সময়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং চিন্তাবিদগণের লেখার পাশাপাশি একঝাঁক তরুণের কলমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লেখার সমাহার নিয়ে হাজির হচ্ছে এবারের সংখ্যা।

চতুর্থ সংখ্যার শুরুতেই থাকছে *ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী সভ্যতা; সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের অনন্য উপমা* নিয়ে পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ। বর্তমান সময়ের কথিত ইতিহাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আত্মবিশ্বাস জাগানিয়া বিষয়গুলোকে তুলে এনেছেন শিউলিমালা একাডেমির শিক্ষার্থী ও তরুণ অনুবাদক মিফতাহুল জান্নাত। অনূদিত হয়েছে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ এর *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা* বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ, অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক ওয়াফিয়া বিনতে সরওয়ার। *মিডল ইনকাম ট্র্যাপ ও বাংলাদেশের অর্থনীতি* নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ চিন্তক, অনুবাদক ও গবেষক নাজিয়া তাসনিম। মিডল ইনকাম ট্র্যাপ কী, বাংলাদেশ কীভাবে এই ট্র্যাপে পড়তে যাচ্ছে এবং এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী–এসবের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার লেখনীতে।

নারী ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রথাগত ইতিহাসের বাইরে গিয়ে প্রকৃত ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.) গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব। তাঁরই জীবনপাঠ মুসলিম সমাজের সমানে নতুন আঙ্গিকে হাজির করেছেন ইসলামী চিন্তাবিদ আলেমা ও মুফাসসিরা শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. খাদিজা গরমেজ। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তরুণ প্রাবন্ধিক ও বিজ্ঞ অনুবাদক আবু বারীরা। এছাড়াও থাকছে প্রখ্যাত দার্শনিক ড. উসমান বকর এর *মানব সভ্যতা গঠনে ইসলামের ভাবধারা; প্রসঙ্গ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা* শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, অনুবাদ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাফিসা বিনতে ওমর।

বিগত সংখ্যা প্রকাশের পর পরিবর্তন হয়েছে দেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট। জুলাই আন্দোলনে পতন হয়েছে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে জনসাধারণকে শোষণ করা স্বৈরাচারী শাসনের। বিগত এই গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাটি মিলে যায় একযুগ পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যে ঘটা আরব বসন্তের ঘটনার সাথে। সেই আরব বসন্ত এবং আমাদের দেশের বিগত গণঅভ্যুত্থানের মধ্যকার সম্পর্ককে কেন্দ্রে রেখে আমাদের জন্য করণীয় কার্যাবলী নিয়ে আহ্বানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন আরব বসন্তকে পর্যবেক্ষণ করা প্রখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. জাসের আওদাহ। প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষার্থী মিফতাহুর রহমান।

এছাড়াও স্থাপত্য ও শিল্পকলা নিয়ে থাকছে দেরইয়া ইয়োরগানজিওলুর লেখা *আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যায় তুরগুত জানসেভারের চিন্তাদর্শন*, অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক উম্মে আহমেদ। আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের বিপরীতে ইসলামী সভ্যতার স্থাপত্য-শিল্পের নমুনা কেমন হতে পারে–তার একটি বিশদ বর্ণনা এই প্রবন্ধটিতে উঠে এসেছে।

বই পর্যালোচনায় থাকছে জর্জ অরওয়েল-এর কালজয়ী উপন্যাস *অ্যানিমেল ফার্ম*-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের পর্যালোচনা। আধুনিক সময়ের সাথে তুলনা করে বইটির অসামান্য পর্যালোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভলপমেন্ট স্টাডিজের শিক্ষার্থী সাবিহা আক্তার শুচি। আর বরাবরের ন্যায় এ সংখ্যায়ও গল্প লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থী মিমি বিনতে ওয়ালিদ।

মহান আল্লাহর নিকট আমাদের চাওয়া, জ্ঞানের পুনর্জাগরণের আন্দোলনে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যেন তিনি কবুল করে নেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতা; সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের অনন্য উপমা

মিফতাহুল জান্নাত

এক .

ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি–আমাদের সকলেরই সুপরিচিত কয়েকটি পরিভাষা। সমগ্র মানবেতিহাসকে সংজ্ঞায়ন করা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এসব শব্দাবলি আজ ভিন্ন অর্থ প্রদানে সিদ্ধহস্ত। কারণ অনুসন্ধানে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি আমাদের সামনে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তা হলো প্যারাডাইম ওয়ার বা পারিভাষিক যুদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে একটা সময় যখন এসব শব্দসমূহ সামগ্রিকতাকে পরিমণ্ডল করে ব্যাপৃত হতো, সেসব শব্দগুলোর প্রতিটিই আজ নির্দিষ্ট কিছু শোষকগোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষণের প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নির্দিষ্ট কিছু শোষকগোষ্ঠী বলতে যে শোষণ ও স্বার্থপরতার বিষবাষ্প নিঃসরণকারী মানবতার এক পরম শত্রু এবং সেকুলারিজমের নামে রব বা সৃষ্টিকর্তাবিহীন তথাকথিত আধুনিক পরজীবী পাশ্চাত্য সভ্যতা-কে বুঝানো হচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কোনো সভ্যতায় যদি লিবারেলিজমের জনক জন লক, বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইন, আখলাক বিবর্জিত মনস্তত্ত্বের জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েড-সহ ফ্রান্সিস বেকন, রেনে দেকার্তে, থমাস হবস, ইমানুয়েল কান্ট, বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মতো দার্শনিকদের মৌলিক ভিত্তি রোপিত থাকে–যারা দর্শন চর্চার নামে মূলত মানবজাতির রূহ থেকে মানবতা, নৈতিকতা, আখলাক, মারহামাত, আদালত দূরীকরণে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত ছিলো–তাহলে বলতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয় যে, এমন একটি সভ্যতার নিকট থেকে মানবতা আশা করা সত্যিকারার্থেই অমাবস্যার রজনীতে চন্দ্রালোক খোঁজার মতোই ব্যর্থ প্রচেষ্টার নামান্তর।

উল্লেখ্য, এখানে অনেকে হয়তো আক্ষরিক অর্থের দৃষ্টিকোণে ক্যাপিটালিজম এবং সোশালিজম ও তার আপডেট ভার্সন কমিউনিজম-এর মাঝে মরীচিকা-সদৃশ কিছু তফাৎ পেয়ে তাদের মধ্যকার বিস্তর ফারাক প্রমাণের প্রচেষ্টায় নত হবেন, তবে বাস্তবিকপক্ষে জায়োনিজম, লিবারেলিজম, ডায়ালেকটিজম, ক্যাপিটালিজম, সোশালিজম ও কমিউনিজম-সহ এমন সকল ইজম (ism) আসলে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। মূলত, মানবজাতিকে নিকৃষ্টতর পদ্ধতিতে শোষণ করার নিমিত্তে সময়ে সময়ে তারা মুদ্রার পৃষ্ঠতল পরিবর্তন করে থাকে, এব্যতীত আর অন্যকিছু নয়।

মানবসভ্যতার শোষক স্বার্থান্বেষী পশ্চিমা দার্শনিকদের অন্যতম একজন হলো রেনে দেকার্তে। দেকার্তিয়ান/কার্তেসিয়ান ফিলোসফি বা রেনে দেকার্তের দর্শনসমূহের প্রথম মূলনীতি ছিলো, "I think, therefore I am" অর্থাৎ, "আমি চিন্তা করতে পারি, তাই আমার অস্তিত্ব রয়েছে", যা তিনি ১৬৩৭ সালে তাঁর গ্রন্থ *Discourse on the Method*-এ তুলে ধরেছিলেন। অর্থাৎ, তারা যতটুকু চিন্তা করে বা তারা যেভাবে চিন্তা করে, ততটুকুতেই তাদের অবস্থান সীমাবদ্ধ। পরবর্তীতে এই দর্শনটি পশ্চিমাদের দর্শনে পরিণত হয়। এই দর্শনটি যেহেতু সমগ্র পশ্চিমের মৌলিক দর্শনে রূপ লাভ করেছিলো, সেহেতু তাদের অতীত ইতিহাস লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। ফলশ্রুতিতে, তারা তাদের মতো করেই ইতিহাসের বলয় তৈরি করে। এমনকি, তাদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীকে শাসনের নামে শোষণ করা এবং মুসলিমদের অবদান অস্বীকার করার জন্য সম্পূর্ণ বানোয়াট ও বিকৃত ইতিহাস লেখতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি।

এসবের উদাহরণ পাওয়া যায় তাদের ইতিহাস চর্চায়। ইতিহাসের পর্যায়ক্রম বা সময়কাল বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা তাদের সময়কালকে নিজেদের মতো করে তৈরি করে নিয়েছে। তাদের পর্যায়কালকে যদি সহজভাবে উত্থাপন করা যায়, তাহলে বিষয়টা এমন হয় যে,

১. প্রাগৈতিহাসিক যুগ,
২. ঐতিহাসিক যুগ,
৩. ভবিষ্যৎ যুগ।

এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলতে সহজ ভাষায় মানবজাতির পূর্ববর্তী যুগ বা ডাইনোসর যুগকে বোঝানো হয়। মানবজাতির ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তারা ঐতিহাসিক যুগকে আবার তিনভাগে ভাগ করে। অর্থাৎ,

১. প্রাচীন যুগ,
২. মধ্য যুগ,
৩. আধুনিক যুগ।

এসবের মধ্যে প্রাচীন যুগকে তারা আবার তিনভাগে ভাগ করেছে। যথা,

১. প্রস্তর যুগ,
২. ব্রোঞ্জ যুগ,
৩. লৌহ যুগ।

এরপর, তাদের ইতিহাস অনুযায়ী মধ্যযুগের সময়সীমা ছিলো তথাকথিত ইউরোপীয় রেনেসাঁ পর্যন্ত। অথচ, তারা কাদের নিকট থেকে কীভাবে সভ্য হতে শুরু করলো, তা তারা বরাবরই লুকিয়ে রাখে। কেননা, জ্ঞান সর্বদাই তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। এটা কখনও সম্ভব না যে, এক-হাজার বছর পর হঠাৎ করে কেউ জ্ঞানী হয়ে গিয়ে রেনেসাঁ ঘটাবে। তাই, যে মধ্যযুগকে তারা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, সে অন্ধকার যুগ থেকেই তারা কোনো পরশ পাথরের স্পর্শে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ ঘটালো, সে বর্ণনার ক্ষেত্রেও তারা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। সে যাইহোক, তাদের তথাকথিত রেনেসাঁর পর থেকে তারা নিজেদেরকে দুনিয়াব্যাপী সভ্য বলে পরিচিত করতে থাকে। "প্রথমবার কীভাবে সম্পদ অর্জিত হয়, তা ধর্তব্য নয়, বরং সেসব সম্পদকে তখন সংরক্ষণ করা দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে পড়ে"–দার্শনিক জন লক-এর এমন দর্শন ইউরোপীয়দের আরও স্বেচ্ছাচারী ও নৃশংস বানিয়ে ফেলে। মানবজাতিকে সভ্য বানানোর বুলি আওড়িয়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী তারা সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে বর্ণনাতীত যে শোষণ ও নিষ্পেষণ চালিয়েছে, তা আজ আর কারও অজানা নয়।

এই হলো তাদের ইতিহাস বর্ণনার পন্থা। কিন্তু, এর বিপরীতে গিয়ে তাদেরই কথিত অন্ধকার মধ্যযুগের সময় ইসলামী সভ্যতা মানবেতিহাসের পাতায় যে ইতিহাস রচনা করেছে; সুদীর্ঘকালব্যাপী আদালত, মারহামাত ও আখলাকের সাথে যে সমগ্র বিশ্ব পরিচালনা করেছে এবং ইসলামী সভ্যতার দর্শনসমূহ যে উপমা উপস্থাপন করেছে, তা পশ্চিমাদের স্বার্থাভিলাষের মূলে কুঠারাঘাত করে। ফলশ্রুতিতে, আমাদের যে সময়কে গোল্ডেন এজ বা স্বর্ণালি সময় বলা হয়, সেসময়কে তারা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করে থাকে।

শুধু এতোটুকুতেই শেষ নয়, আমরা মুসলিম উম্মাহ যেন পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে না পারি, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা "এন্ড অব দ্যা হিস্টোরি"